বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.bsbk.gov.bd

ভূমিকা

বিশ্বায়নের এই যুগ তথ্যের যুগ। আজকাল তথ্য বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়ামকে পরিণত হয়েছে। তথ্যের সুবিন্যস্ত সংরক্ষণ ও ব্যবহার উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে । যে কোন সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালন, দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন ও সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য ও উপাত্ত। তাই বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী। বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় সংস্থার বার্ষিক সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়গুলো, যা দ্বারা পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত সহজতর হয়।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এই সংস্থার কার্যপরিধি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। স্থল পথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ স্থল শুল্ক স্টেশনকে সরকারী গেজেটের মাধ্যমে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয় এবং এগুলোর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়। এ সংস্থার বর্তমানে ঘোষিত ২৩টি স্থলবন্দর রয়েছে। এর মধ্যে ০৫টি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও ০৫টি বিওটি ভিত্তিতে বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

স্থলবন্দরের আদ্যন্ত সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের ধারণা অস্পষ্ট। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে স্থলবন্দর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা প্রদান, উৎসাহ বৃদ্ধি সর্বোপরি তাদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। বার্ষিক প্রতিবেদনটি পাঠান্তে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ভিশন, মিশন, কার্যাবলী জানা এবং মত প্রকাশের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রতিবেশী দেশের সাথে বিদ্যমান বন্দর ও বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির ধরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বন্দরের রাজস্ব কার্যক্রমের চিত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে স্থলবন্দরসমূহের আমদানি-রপ্তানি, বন্দরে কর্মরত জনবল, বন্দরসমূহের অবস্থান, বন্দরসমূহের আয়-ব্যয় এবং সর্বোপরি বন্দরসমূহের কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে বন্দরের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িতদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি বন্দরসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ও বন্দরসমূহের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

তপন কুমার চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান

(১) পটভূমি :

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থল পথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০০১ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০নং আইন) এর আওতায় সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত ২৩ টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বিবিরবাজার, বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, ভোমরা, দর্শনা, বিলোনিয়া, নাকুগাঁও, রামগড়, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, সোনাহাট, টেগামুখ, চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, শেওলা, ধানুয়া কামালপুর ও বাল্লা স্থলবন্দর ঘোষিত হয়েছে। এ বন্দরগুলো বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত রয়েছে। বর্তমানে ২৩টি স্থলবন্দরের মধ্যে ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ এবং বিবিরবাজার স্থলবন্দর চুক্তি ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বিরল ব্যতিত অন্য ৫টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা এবং নাকুগাঁও এই ৫টি স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ১৩টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভারত, নেপাল ও ভূটানকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান বা বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত ও নেপাল মোটরযান চুক্তির (BBIN MVA) আওতায় অদূর ভবিষ্যতে স্থল পথে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারি রাজস্বের পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ভোমরা স্থলবন্দরের ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড

(২) ভিশন :

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর ও উন্নততরকরণ।

(৩) মিশন :

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

(৪) কার্যাবলী :

- ❖ স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- ❖ স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- ❖ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- ❖ বাংলাদেশ স্থলবন্দর আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

(৫) সাংগঠনিক কাঠামো :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারী	পদসংখ্যা
১.	চেয়ারম্যান	১	৮.	পরিচালক (অডিট)	১
২.	সদস্য (উন্নয়ন)	১	৯.	সচিব	১
৩.	সদস্য (ট্রাফিক)	১	১০.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১
৪.	সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)	১	১১.	১ম শ্রেণী	৪০
৫.	পরিচালক (প্রশাসন)	১	১২.	২য় শ্রেণী	১৮
৬.	পরিচালক (ট্রাফিক)	২	১৩.	৩য় শ্রেণী	২০৩
৭.	পরিচালক (হিসাব)	১	১৪.	৪র্থ শ্রেণী	৪৩
				সর্বমোট=	৩১৫

(৬) কর্তৃপক্ষের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা :

কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ৬টি শাখা/বিভাগ রয়েছে। উক্ত শাখা/বিভাগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে। শাখা/বিভাগগুলো হ'ল : প্রশাসন শাখা, বোর্ড শাখা, প্রকৌশল শাখা, হিসাব শাখা, ট্রাফিক শাখা এবং অডিট শাখা।

(৭) জনবল : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠালগ্নে সাংগঠনিক কাঠামোতে ২৮৯টি পদ বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে মোট পদ সংখ্যা ৩১৫টি। মোট জনবলের কর্মস্থল-ওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হ'ল :

প্রধান কার্যালয় ও বন্দর ভিত্তিক জনবলের তালিকা

ক্রমিক নং	দপ্তর/অফিস	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদসংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয়	৮১	৬৯	১২
২.	বেনাপোল স্থল বন্দর	১২৩	১০৭	১৬
৩.	বুড়িমারী স্থল বন্দর	১১	০৯	০২
৪.	আখাউড়া স্থল বন্দর	০৯	০৮	০১
৫.	হিলি স্থল বন্দর	১০	০৭	০৩
৬.	টেকনাফ স্থল বন্দর	০৮	০৩	০৫
৭.	সোনামসজিদ স্থল বন্দর	১০	০৫	০৫
৮.	বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর	১০	০৭	০৩
৯.	ভোমরা স্থল বন্দর	০৭	০৬	০১
১০.	বিরল স্থল বন্দর	০৬	--	০৬
১১.	তামাবিল স্থল বন্দর	১০	০৩	০৭
১২.	দর্শনা স্থল বন্দর	০৮	০২	০৬
১৩.	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী (হালুয়াঘাট) স্থল বন্দর	০৬	০১	০৫
১৪.	বিবিরবাজার স্থল বন্দর	০৮	০২	০৬
১৫.	বিলোনিয়া স্থল বন্দর	০৮	০২	০৬
১৬.	নাকুগাঁও স্থল বন্দর	---	---	---
১৭.	রামগড় স্থল বন্দর	---	---	---
১৮.	সোনাহাট স্থল বন্দর	---	---	---
১৯.	তেগামুখ স্থল বন্দর	---	---	---
২০.	চিলাহাটি স্থল বন্দর	---	---	---
২১.	দৌলতগঞ্জ স্থল বন্দর	---	---	---
২২.	ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর	---	---	---
২৩.	শেওলা স্থল বন্দর	---	---	---
২৪.	বাল্লা স্থল বন্দর	---	---	---
		৩১৫	২৩১	৮৪

- উল্লেখ্য, ক্রমিক নং-১৬ হতে ২৪ পর্যন্ত স্থলবন্দরসমূহের জন্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোতে কোন জনবল এখনো অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(৮) জনবল নিয়োগ :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে গত ০১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ০১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ০৬ জন ওয়্যারহাউজ সুপারিনটেনডেন্ট এবং গত ০১-০৮-২০১৬ তারিখ ০৫ জন হিসাবরক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(৯) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মাসিক সমন্বয় সভা :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৩-০৪-২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উৎসাহ বোনাস, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি প্রেরণের নিমিত্ত Actuarial Firm নিয়োগ এবং জিপিএফ ফান্ড সংক্রান্ত, বাস্থবকের আইন ২০০১ সংশোধন, বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীর পদ সৃজন, বাস্থবকের অডিট আপত্তিসমূহ, বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলা এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালা-২০০৪ সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়নার্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১০) আইটি বিষয়ক :

(ক) কম্পিউটার সরঞ্জামাদি : দাপ্তরিক কাজকর্মে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে ২৪টি কম্পিউটার, ০১টি ল্যাপটপ ও ১৮টি প্রিন্টারের সংস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে WiFi এর মাধ্যমে Internet সেবা চালু রয়েছে।

(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম সম্পর্কিত উদ্যোগ :

প্রযুক্তি নির্ভর দেশ গড়া এবং গোটা জাতির জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ রূপায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রূপকল্প-২০২১ ঘোষিত হয়েছে। সেই সাথে ICT'র গুরুত্ব বেড়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সংস্থার কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধান দপ্তরে আইসিটি সেল গঠনের জন্য ০৩টি পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বেনাপোল স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে বেনাপোল স্থলবন্দরের Automation এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১১) জমি অধিগ্রহণ :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন স্থলবন্দরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরের জন্য এ পর্যন্ত ১৬.১৩৫২ একর, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের জন্য ১০.৪৮২২ একর, সোনামসজিদ স্থলবন্দরের জন্য ১৯.১৩ একর, হিলি স্থলবন্দরের জন্য ২১.৮৬ একর, বিবিরবাজার স্থলবন্দরের জন্য ১০.০০ একর, বিরল স্থলবন্দরের জন্য ১৭.৫৪ একর, বুড়িমারী স্থলবন্দরের জন্য ১১.১৫ একর, তামাবিল স্থলবন্দরের জন্য ২৩.৭২ একর, আখাউড়া স্থলবন্দরের জন্য ১৫.০০ একর, ভোমরা স্থলবন্দরের জন্য ১৫.৭২৯৮ একর, নাকুগাঁও স্থলবন্দরের জন্য ১৩.৪৬ একর ও সোনাহাট স্থলবন্দরের জন্য ১৪.৬৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। টেকনাফ স্থলবন্দরের জন্য ২৭.০০ একর জমির দীর্ঘ মেয়াদী (৯৯ বছরের) বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ০.২৮ একর জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন সর্বমোট জমির পরিমাণ ২৬১.৭৩৭২ একর।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পর্যায়ক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে চলমান কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, আবাসিক ভবন নির্মাণ ও লিংক রোড সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ২য় পর্যায়ে ৯.০০ একর এবং সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ১৪.৬৮ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নাকুগাঁও স্থলবন্দরের জন্য ৩য় পর্যায়ে ৮৬.৫৪ একর, বিলোনিয়া স্থলবন্দরের জন্য ৭.৪২ একর, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের জন্য ২২.৩৯৫ একর, রামগড় স্থলবন্দরের জন্য ১০.২৪ একর, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের জন্য ৩য় পর্যায়ে ৮.৭১৪৪ একর, তেগামুখ স্থলবন্দরের জন্য ১০.০০ একর জমি, হিলি স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ০.৪৩ একর, দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দরে রজন্য ৩৩.৪৮ একর, ভোমরা স্থলবন্দরের ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৭.৯৩ একর, শেওলা স্থলবন্দরের জন্য ১০.৮৩ একর, ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দরে রজন্য ১৫.৮০ একর ও বাল্লা স্থলবন্দরের জন্য ১৫.০৯ একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বেনাপোল, সোনামসজিদ ও বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১২) বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য স্থলবন্দরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয় এবং এ মিলনমেলায় সকলেই উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের আনন্দ সকলের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

(১৩) কল্যাণমূলক :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি ও ইনসেনটিভ বোনাস উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে আর্থিক বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

(১৪) মানবসম্পদ উন্নয়ন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে গত অর্থ বছরে দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া বাস্থবকের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং নবনিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে সারণি আকারে এতৎসংক্রান্ত উপাত্ত প্রদত্ত হ'ল :

(ক) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ :

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোট সংখ্যা
১	২	৩
২৬	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট, ২০০৬ ও রুলস-২০০৮ শীর্ষক কর্মশালা, কম্পিউটর লিটারেসী কোর্স, আধুনিক অফিস এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স, স্টাফ উন্নয়ন কোর্স, কন্ডাক্ট এন্ড ডিসিপলিন কোর্স, আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স, বিশেষ কম্পি্উটার এ্যাপ্লিকেশন এন্ড ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স, আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স, মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স, Human Resource Management Course.	২৬ জন

বাংলাদেশ আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাস্থবকের প্রশিক্ষণার্থীগণের ছবি

(খ) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ :

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (Annual Performance Agreement) আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের নিমিত্ত বাস্থবকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১১-০১-২০১৬ হতে ১৪-০১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বন্দর ব্যবস্থাপনা ও ট্যারিফ সিডিউল, বাজেট, আর্থিক বিধি-বিধান, অডিট সার্বিক অফিস ব্যবস্থাপনা, স্থলবন্দর উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন আচরণ ও শৃঙ্খলা এবং শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে ০৫ দিন ব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাস্থবকের নবনিয়োগকৃত ০১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ০৬ জন ওয়্যারহাউজ সুপারিনটেনডেন্ট এবং ০৫ জন হিসাবরক্ষককে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসূচিতে অফিস শৃঙ্খলা, আচরণ ও শিষ্টাচার, নিয়োগ বিধি, জ্যেষ্ঠতা/পদোন্নতি সংক্রান্ত বিধি-বিধান, স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধান-২০০৭ এর সংশ্লিষ্ট অংশ, আয়ন ও ব্যয়ন, অগ্রিম/সমন্বয়, বিল প্রস্তুত, ক্যাশ বই রক্ষণাবেক্ষণ, বেতন নির্ধারণ ও প্রায়োগিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, জেনারেল ফিন্যান্সিল রুলস, টিএ/ডিএ সংক্রান্ত, নথি ব্যবস্থাপনা, এসিআর, সার্ভিস বুক লিখন, Income Tax Assessment রিটার্ণ দাখিল সংক্রান্ত, Public Procurement Management, টেন্ডার পদ্ধতি, অধিগ্রহণ, এস এফ প্রস্তুত, জবাব দাখিল, নির্ণায়ক, ওকালতনামা, চুক্তি, বন্দর ট্যারিফ ও শ্রম আইন সংক্রান্ত এবং Internal/External Audit ও বন্দরের Audit ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব তপন কুমার চক্রবর্তী এর সভাপতিত্বে গত ০৭-০৮-২০১৬ তারিখ বাস্থবকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনার :

বিদেশে প্রশিক্ষণ/ সেমিনারের সংখ্যা	দেশের নাম	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	২	৩	৪
০৩	টোকিও জাপান	২৫-২৬ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ সময়ে South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Trade Facilitation and Transport Working Group Meeting	০৩
	Male, Maldives	২৫-২৬ মে, ২০১৬ খ্রিঃ সময়ে Male, Maldives -তে অনুষ্ঠিতব্য South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC) Fifth Customs Subgroup Meeting	
	কলম্বো, শ্রীলংকা	০৯-১০ আগস্ট/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত The National Trade Portal and Single Window Best Practices Forum	

(ঘ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ :

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপের বিষয়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	২	৩
০১	National Validation Workshop on Baseline Study of Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism (TTFMM)	০১
০১	Trade and Competitiveness, World Bank Group কর্তৃক প্রণীত "Bangladesh's Alignment to the WTO Trade Facilitation Agreement"	০১

(১৫) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা :

মোট শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১৩	---	০৫	০১	০৬	০৭

(১৬) দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম :

- বেনাপোল স্থলবন্দরসহ সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বুড়িমারী এবং ভোমরা স্থলবন্দরে বেসরকারীভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার শ্রমিকরা পণ্য উঠা-নামার কাজে সম্পৃক্ত আছেন। এতে স্থানীয় হতদরিদ্র ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- বেনাপোল, আখাউড়া, বুড়িমারী ও ভোমরা স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির কিয়দংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়েছে।
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীর লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ধারাবাহিকতায় পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হতদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

(১৭) নতুন/বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সংশোধন (প্রক্রিয়াধীন) :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দর পরিচালন বিধিমালা-২০০৭, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০০১ ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ রয়েছে। বর্তমানে টেকনাফ স্থলবন্দরের সাথে Concession Agreement অনুযায়ী সেন্টমার্টিনগামী জাহাজ চলাচলে টেকনাফ স্থলবন্দরের জেটি ব্যবহারের ব্যবস্থা চেয়ে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন আছে। তা'ছাড়া, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ সংশোধন ও হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের ২১ নং ইয়ার্ডের অপারেশনাল কার্যক্রমের চিত্র

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি এর সদয় সম্মতি ও উপস্থিতিতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব অশোক মাধব রায় মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব তপন কুমার চক্রবর্তীর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গত ২৮-০৬-২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সভা

গত ২৯-০৯-২০১৬ তারিখ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এপিএ বিশেষজ্ঞ পুলের সম্মানিত সদস্যগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৬-২০১৭ এর উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক সভা

গত ২৮-০৯-২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৬-২০১৭ এর উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক সভা বাস্থবকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠিত সভা

গত ২২-০৯-২০১৬ তারিখ মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি এর সভাপতিত্বে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮) কর্তৃপক্ষের বোর্ড :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

ক) একজন চেয়ারম্যান

খ) তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং

গ) তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি এবং অন্য একজন সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি।

১৯) পরিচালনা ও প্রশাসন :

বোর্ডের পরিচালনা ও প্রশাসন নিম্নরূপভাবে পরিচালিত হয় :

১) কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

২) বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

৩) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।

৪) খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হবেন।

৫) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।

৬) চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

২০) বোর্ডের সভা :

১. বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২. বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।

৩. বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

৪. বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৫. বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাবে না।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড শাখার সার্বিক কর্মকান্ড সমূহ :

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ০৪ (চার) টি সাধারণ বোর্ড সভা এবং ০৩টি বিশেষ বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ বোর্ড সভায় ৩৩টি এবং বিশেষ বোর্ড সভায় ১৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও বাস্তবায়িত হয়।

(২১) <u>নতুন বন্দর ঘোষণা</u> :

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে নিম্নোক্ত দু'টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয় :

১) ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর : ২১ মে, ২০১৫ তারিখের এসআরও নং ১০৪-আইন/২০১৫ গেজেট মূলে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন ধানুয়া কামালপুর শুল্ক স্টেশনকে স্থল বন্দর ঘোষণা করা হয়।

২) শেওলা স্থলবন্দর : ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখের এসআরও নং ১৯১-আইন/২০১৫ গেজেট মূলে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলাধীন শেওলা শুল্ক স্টেশনকে স্থল বন্দর ঘোষণা করা হয়।

৩) বাল্লা স্থলবন্দর : ২৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখের এসআরও নং ৬৯-আইন/২০১৬ গেজেট মূলে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন বাল্লা শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়।

- <u>বন্দর কার্যক্রম উদ্বোধন :</u>

গত ১১-০৮-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় ৩৬.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে অফিস ভবন, ব্যারাক ভবন, ওয়্যারহাউজ, বাউন্ডারী ওয়াল, আভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেনেজ সিস্টেম, বৈদ্যুতিক কার্যক্রম এবং ইয়ার্ড নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী গত ২৩-০৯-২০১৬ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের শুভ উদ্বোধন করেন।

সোনাহাট স্থলবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান, এমপি।

(২২) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি ও পণ্য হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত তথ্য

(মেট্রিক টন)

স্থলবন্দরের নাম	আমদানি	রপ্তানি
বেনাপোল	১,২৮৮,৯৩৮	৪৭৫,৭৩৯
বুড়িমারী	৫৯৭৩০১	
সোনামসজিদ	১৬৮৮৫৭২	
হিলি স্থলবন্দর	৮৪১৮৭৭	৬১৩৫
টেকনাফ	৭০৬৯৭	৫৯৬৭
আখাউড়া	১১	৫৬৮৪৮০
বিবিরবাজার	২৩১	১০৮৯১৫
ভোমরা	১৮১৬৯৩০	৯১১০৯
বাংলাবান্ধা	৯৩৫৪৮৬	৩১১২৮
নাকুগাঁও	৪২৮৪১	

২৩) স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের বিবরণ :

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তালিকা	ব্যবস্থাপনা	বর্তমান অবস্থা
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর	আমদানি: সূতা (কাস্টম্স বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানীয় সূতা ব্যতীত) ও গুড়া দুধ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	কাগজ, চাল, আলু, মশলা, চিনি, মোটরগাড়ী, মোটরসাইকেল, টায়ার, টিউব, যন্ত্রপাতি, শিল্পে ব্যবহার্য লৌহ সামগ্রী, পলিষ্টার ফিল্ম, এল্যুমিনিয়াম, রেফ্রিজারেটর, তুলা, দুগ্ধ সামগ্রী, মাছ, ডিম ইত্যাদি।	পাট ও পাটজাত পণ্য, বাদাম, মাছ, আরএমজি, সাবান, প্লাস্টিক হ্যাঙ্গার, ফ্লাট গ্যাস, ব্যাটারি, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	চালু
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর, লালমনিরহাট	আমদানি: ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত) ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, টোব্যাকো, রেডিও টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, মার্বেল স্লাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	পাথর, চাল, গম, লেনটিল, কোয়েল, পেয়াঁজ, ফল, টোবাকো সিস্টেম ইত্যাদি।	ওয়েষ্ট ফেব্রিক, গ্লাস শীট, নেট ফেব্রিকস, ফুড পোডাক্ট, মেডিসিন, ব্যাটারি ইত্যাদি।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	চালু
৩.	আখাউড়া স্থলবন্দর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, শুটকীমাছ, সাতকড়া, আগরবাতি, জিরা। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	বাঁশ, হলুদ, ঘড়ি, আদা, মার্বেল স্লাব, মাছ, চামড়া, ফেব্রিক, যন্ত্রাংশ, ফল ইত্যাদি।	মাছ, সিমেন্ট, ব্যাটারি, ফার্নিচার, গ্ল্যাস শীট, প্লাস্টিক সামগ্রী, সয়াওয়েল, টাইলস, ইট, প্রক্রিয়াজাতকৃত স্টোন ইত্যাদি।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	চালু

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তালিকা	ব্যবস্থাপনা	বর্তমান অবস্থা
৪.	ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, ব্যবহার্য কাঁচাতুলা, চাল, মশুর ডাল, কোর্টজ, তাজা ফুল, খৈল, গমের ভুষি, ভুট্টা, চাউলের কুড়া, সয়াবিন কেক, শুটকী মাছ (প্যাকেটজাত ব্যতীত), হলুদ, জীবন্ত মাছ, হিমায়িত মাছ, পান, মেথি (FENUGREE SEEDS), মাছ, চিনি, মসলা, জিরা, মোটর পার্টস, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, রেডিও টিভি পার্টস, মার্বেল স্লাব, তামাক ডাটা (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয়), শুকনা তেতুঁল, ফিটকিরী, Aluminium এর Tableware, Kitchenware, Fish feed, আগরবাতি, জুতার Sole, শুকনা কুল, Adhesive. রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	পেঁয়াজ, ফল, চাল, গম, মাছ, তুলা, শুটকী, পাথর, ড্রাই চিলি, ফ্লাই এ্যাশ, স্যান্ডস্টোন, চায়না ক্লে, বলক্লে, মার্বেলচিপস, চিনি, গোলমরিচ, মসলা, মার্বেল স্লাব, তামাক, শুকনাকুল, তেতুঁল, ফিটকিরি, আগরবাতি ইত্যাদি।	পাট, ক্লিনিং ক্লথ, শলা, প্রাণ গ্রুপ, রাইচব্রান অয়েল, প্লাস্টিকের দানা, ঝুট, আর এফ, এল প্লাস্টিক সামগ্রী ইত্যাদি।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	চালু
৫.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর, শেরপুর	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	পাথর ও কয়লা	সিমেন্ট, শাড়ী, গামেন্টস সামগ্রী, মশারীর কাপড় ইত্যাদি	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	চালু
৬.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	আমদানি: ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	চাল, গম, সয়াকেক, কোয়েল, পেয়াঁজ, ফল, ফ্লাইএ্যাশ ইত্যাদি	পাট, তুলা, মেশিনারী, হাঁড়ের গুড়া ইত্যাদি।	BOT ভিত্তিতে	চালু

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তালিকা	ব্যবস্থাপনা	বর্তমান অবস্থা
৭.	হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর	আমদানি: ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	চাল, গম, তাজা ফল, মাছ, কোয়েল, পেয়াঁজ, মেইজ ইত্যাদি	মোলাসেস, টোইট্রোইস ইত্যাদি।	BOT ভিত্তিতে	চালু
৮.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, পঞ্চগড়	আমদানি: ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত) ভারত হতে আমদানিকৃত পাথর, টিম্বার ও ফল। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	চকলেট, গাম, চামড়া, গম ইত্যাদি	পাট, গ্লাস শীট, ভিট, মেডিসিন, ফুড প্রডাক্ট ইত্যাদি।	BOT ভিত্তিতে	চালু
৯.	টেকনাফ স্থলবন্দর, কক্সবাজার	আমদানি: সূতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু ব্যতীত সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	মাছ, কাঠ, আচার,বরই, তেতুল, হলুদ, আদা, সেন্ডেল, সানাকা মাটি,মসলা, বাশ, গাছের ছাল, ইলেক্ট্রিক সামগ্রী, সুপাড়ী ইত্যাদি।	সিমেন্ট, মানুষের মাথার চুল, প্লাস্টিক পানির ট্যাংক, আলু, এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী, তৈরী পোশাক, ডিম, প্লাস্টিক সামগ্রী, টিউবওয়েল ইত্যাদি।	BOT ভিত্তিতে	চালু
১০.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা সদর	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, বিভিন্ন প্রকার মসলা, সাতকরা ও আগরবাতি। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	কাঁচা চামড়া, ফল, প্রাকৃতিক রাবার, আদা, তেজপাতা, বাশ, আগরবাতি ইত্যাদি।	ক্রাশ স্টোন, চুন, যন্ত্রপাতি, গুড়া সাবান, সিমেন্ট, কোমল পানীয়, পিভিসি, মোলাসেস, ব্যাটারি, ফার্নিচার, নীট ফেব্রিকস, প্লাস্টিক ডোর, মশারী কাপড়, সুতী শাড়ী, সিরামিকস, টাইলস ইত্যাদি।	BOT ভিত্তিতে	চালু

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তালিকা	ব্যবস্থাপনা	বর্তমান অবস্থা
১১.	তামাবিল স্থলবন্দর, সিলেট	আমদানি: মাছ, সূতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	কয়লা, লাইম স্টোন, কমলা, হলুদ ইত্যাদি ।	প্রশাধন সামগ্রী, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ইট ইত্যাদি।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১২.	দর্শনা স্থলবন্দর, চুয়াডাঙ্গা	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, চাল, ভূষি, ভূট্টা, বিভিন্ন প্রকার খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, বিল্ডিং স্টোন, রোড স্টোন, স্যান্ড স্টোন, বিভিন্ন প্রকার ক্লে, গ্রানুলেটেড স্লাগ, জিপসাম। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	সয়া কেক, চাল, গম, চিনি, মার্বেল স্লাব, স্পঞ্জ আইরন, পলট্রি ফিড, স্টোন ইত্যাদি।	চিটা গুড়।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	সংযোগ সড়ক না থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সচলের উদ্যোগ নেওয়া যাচ্ছে না।
১৩.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর,ফেনী	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	বাঁশ, কাঠ, পাটজাত পণ্য ইত্যাদি।	ইট, পাথর, সিমেন্ট, কনজুমার প্রোডক্ট, বিস্কুট।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।
১৪.	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর, ময়মনসিংহ	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	কয়লা, আদা ইত্যাদি ।	রপ্তানী হয় না।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।
১৫.	রামগড় স্থলবন্দর, খাগড়াছড়ি	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	কাঠ, বাঁশ, মসলা ও অন্যান্য পণ্য।	প্রসাধন সামগ্রী, সিরামিক ও মেলামাইন পণ্য সামগ্রী, নির্মাণ সামগ্রী (সিমেন্ট, ইট), প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, তামাক জাতীয় পণ্য, শুটকী মাছ।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন।

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তালিকা	ব্যবস্থাপনা	বর্তমান অবস্থা
১৬.	সোনাহাট স্থলবন্দর, কুড়িগ্রাম	আমদানি: পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পেঁয়াজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পেঁয়াজ।		নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১৭.	তেগামুখ স্থলবন্দর, রাঙ্গামাটি	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।			নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন।
১৮.	চিলাহাটি স্থলবন্দর, নীলফামারি	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।			নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন।
১৯.	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর, চুয়াডাঙ্গা	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।			নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন।
২০.	ধানুয়া-কামালপুর, জামালপুর	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং কাঁচা সুপারি। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	বোল্ডার পাথর, আদা, সুপারি ও কয়লা।	গার্মেন্স ওয়েস্ট কটন, নেট ফেব্রিক্স, সিমেন্ট, মেলামাইন।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন।

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের তালিকা	প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তালিকা	ব্যবস্থাপনা	বর্তমান অবস্থা
২১.	শেওলা, সিলেট	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং তাজাফুল। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	কয়লা, পাথর, কমলা, আদা, সাতকরা, পিঁয়াজ, আপেল, আম ও সিমেন্ট ক্লিংকার।	চিপস, চানাচুর, ললিপপ, আইসপপ, মিল্ক কেন্ডি চকলেট, সিমেন্ট, প্লাস্টিক সামগ্রী, মেলামাইন সামগ্রী ইত্যাদি।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন।
২২.	বাল্লা স্থলবন্দর, হবিগঞ্জ	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।	কোন পণ্য আমদানি হয় না।	সিমেন্ট, প্লাস্টিক ডোর, পাথর।	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন।
২৩.	বিরল স্থলবন্দর, দিনাজপুর	আমদানি: গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। রপ্তানি: সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।			BOT ভিত্তিতে	সংযোগ সড়ক না থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সচলের উদ্যোগ নেওয়া যাচ্ছে না।

২৪) সম্পাদিত/চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

ক) বেনাপোল স্থলবন্দরে লিংক রোড হতে ভারতীয় আইসিপি পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে;

খ) তামাবিল স্থলবন্দরে ৬৯২৬.২৪ লক্ষ টাকার একটি উন্নয়ন কাজ চলমান আছে;

গ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের উন্নয়নের জন্য "SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole and Burimari Land Port" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ দুটি বন্দরের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে;

ঘ) ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিকৃত মালামালের অগ্নি দূর্ঘটনা হতে রক্ষার ব্যবস্থার জন্য ৯৬২.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কর্মসূচির কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

ঙ) ভোমরা স্থলবন্দরে নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়েছে;

চ) সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৬.৫০ কোটি ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪.৬৮ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

ছ) বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ভোমরা, শ্যাওলা ও তেগামুখ স্থলবন্দর উন্নয়নের বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে;

জ) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ৩৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ভবনটির ডিজিটাল ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

এডিপি'র আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য :

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩
০৩	৩৭৪৬.০০	৩৭৪৬.০০ ১০০%

এডিপি'র প্রকল্পের অবস্থা :

প্রতিবেদনাধীন বছরে শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্ধোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
০১টি	নাই	নাই	নাই

২০১০-১১ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত এডিপিভূক্ত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দর ভিত্তিক গৃহীত কার্যক্রম/ কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অগ্রগতির (হ্রাস/বৃদ্ধির) পরিসংখ্যান:

সারণি- ১: অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১.	তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০%	
২.	সাসেক রোড কানেকটিভিটি প্রজেক্ট	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১০০%	
৩.	সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন	৪৪৬.০০	৪৪৬.০০	১০০%	
৪.	ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন	৯০৬.৭০	৯০৬.৫৯	৯৯.৯৯%	
	সর্বমোট=			১০০%	

এডিপি'র আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের তথ্য চিত্র:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বাৎসরিক বরাদ্দ	বাৎসরিক ব্যয়	প্রকৃত অগ্রগতি (%)
২০১০-১১	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১০০%
২০১১-১২	২০৫০.০০	২০৫০.০০	১০০%
২০১২-১৩	২৩৯৪.০০	২৩৭৪.২৩	৯৯.১৭%
২০১৩-১৪	১১২৫.০০	১০৫৮.৭২	৯৪.১১%
২০১৪-১৫	৫৯.০০	৫৯.০০	১০০%
২০১৫-১৬	৩৭৪৬.০০	৩৭৪৬.০০	১০০%

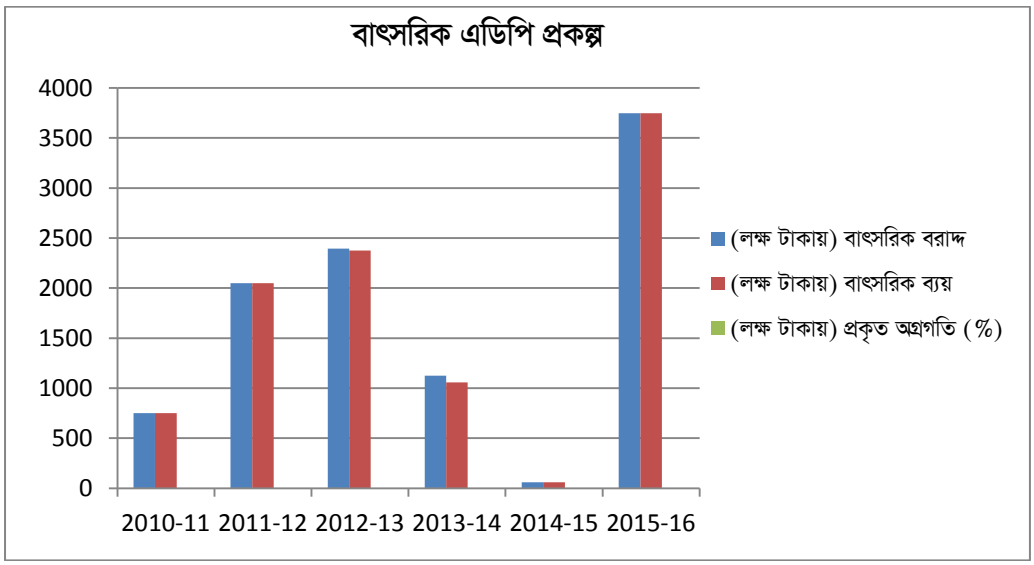

২৫) হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পলিসিসমূহ : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিম্নবর্ণিত নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয় :

ক) লেনদেনের রেকর্ড নগদ ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর IAS, BAS এবং GAAP অনুযায়ী আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক বন্দরের জন্য পৃথক হিসাব বহি রাখা হয় এবং বছর শেষে সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

খ) **স্থায়ী সম্পত্তি :** জমি ও জমির উন্নয়ন ছাড়া ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জিভূত অবচয় বাদ দিয়ে সকল স্থায়ী সম্পদ দেখানো হয়;

গ) **অবচয় :** ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তির হিসাব দেখানো হয়। বাস্থবকের প্রস্তুতকৃত রেইট শিডিউল অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর সম্পত্তির অবচয় ধার্য করা হয়।

ঘ) **আয়কর : ১৯৮৪** সালের আয়কর অধ্যাদেশ, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী আয়কর নির্ণয়, উৎসে কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

ঙ) **ভ্যাট : ১৯৯১** সালের ভ্যাট এ্যাক্ট অনুযায়ী ভ্যাট নির্ণয়, উৎসে কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

২৬) **বিগত কয়েক বছরের আয়ের বিবরণ :**

২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট আয় হয় ৮২৯৬.৮৬ (লক্ষ) টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ৭০২৮.৪৭ (লক্ষ) টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আয় বেড়েছে ১২৪৪.৯০ (লক্ষ) টাকা। বছর ওয়ারী তুলনামূলক আয়ের বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয়ের তুলনামূলক তালিকা								
								লক্ষ টাকায়
	অর্থবছর							
স্থলবন্দরসমূহের নাম	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
প্রধান কার্যালয়	১৬৮.৯২	১৫২.৪২	৩৫২.৬৭	৪৮৯.৩০	৬৬০.৩৬	১০৩১.৫৩	৯৪১.৪৭	১১০৩.৬৯
বেনাপোল	১৯১৮.৮২	২৫১২.০০	২৫০৮.০০	২৬২৯.৩২	২৮৩০.০৮	২৬৪৭.৮৬	৩১২০.৭৯	৩৩৯৯.১৯
বুড়িমারী	০.০০	৪৪.৯৩	৪১৫.৪১	৩৪০.৬২	৩৫০.৩৭	৫০২.০৭	৭০৩.২১	১৬০২.১১
আখাউড়া	০.০০	০.০০	১৮.৯৩	৩৫.৫৩	২৬.০০	১৪.২২	৩১.৪৯	২৪.৫০
টেকনাফ	২২২.৫৫	১৮৯.৬৫	২০৮.২৬	২০৭.২৪	১৬৫.১০	২২২.৮৯	১৯১.৪২	২১৪.২৬
সোনামসজিদ	২০৬.৭৭	২৬০.৯৪	৪৪১.২৫	২৫৬.২৪	২৯৭.৪৩	৩৫৭.৬৩	৩২১.১৮	২৯২.৬৪
হিলি	১৫৭.১৩	১৯১.৭০	১৭৪.৯১	২৪৯.২৬	৩৫২.৪৩	৩৬৩.১৩	৩৮৬.৮৩	২৪৪.১৩
বিবির বাজার	০.০০	০.০০	০.৫৮	০.৮৩	০.৮৭	০.৪৬	০.৮৫	০.৯৯
বাংলাবান্ধা					৫.৩৮	১৭.১৫	২৫.২৯	২৮.১৪
ভোমরা					৯০.৪০	৯৭৩.৮২	১৩০৩.৫৪	১৩২৯.৩৬
নাকুগাঁও					০০.০০	০০.০০	২.৪০	৫৭.৮৫
হালুয়াঘাট					০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
তামাবিল					০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
বিলোনিয়া					০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
দর্শনা					০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
মোট আয়=	২৬৭৪.১৯	৩৩৫১.৬৪	৪১২০.০১	৪২০৮.৩৪	৪৭৭৮.৪২	৬১৩০.৭৬	৭০২৮.৪৭	৮২৯৬.৮৬

২৭) **তুলনামুলক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনামূলক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :**

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক তালিকা অর্থবছর ২০১৫-১৬

লক্ষ টাকায়

স্থলবন্দরের নামসমূহ	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত	আয়ের শতকরা হার (%)	ব্যয়ের শতকরা হার (%)
প্রধান কার্যালয়	১১০৩.৬৯	৮৫৯.৫	২৪৪.১৯	১৩.৩	২১.৩২
বেনাপোল	৩৩৯৯.১৯	১৭৬৫.২২	১৬৩৩.৯৭	৪০.৯৭	৪৩.৭৯
বুড়িমারী	১৬০২.১১	৭২৬.৭	৮৭৫.৪১	১৯.৩১	১৮.০৩
আখাউড়া	২৪.৫	৩৫.৯৮	-১১.৪৮	০.৩	০.৮৯
টেকনাফ	২১৪.২৬	১০.৬	২০৩.৪৩	২.৫৮	০.২৬
সোনামসজিদ	২৯২.৬৪	১৯.২১	২৭৩.৪৩	৩.৫৩	০.৪৮
হিলি	২৪৪.১৩	১৩.৫৮	২৩০.৫৫	২.৯৪	০.৩৪
বিবির বাজার	০.৯৯	৫.৭	-৪.৭১	০.০১	০.১৪
বাংলাবান্ধা	২৮.১৪	১০.০০	১৮.১৪	০.৩৪	০.২৫
ভোমরা	১৩২৯.৩৬	৫১১.৫৬	৮১৭.৮০	১৬.০২	১২.৬৯
নাকুগাঁও	৫৭.৮৫	৫৫.১৫	২.৭	০.৭	১.৩৭
হালুয়াঘাট	০.০০	৫.৪২	-৫.৪২	০.০০	০.১৩
তামাবিল	০.০০	৪.১৮	-৫.১৮	০.০০	০.১৩
বিলোনিয়া	০.০০	৩.৮৫	-৩.৮৫	০.০০	০.১
দর্শনা	০.০০	৩.৭১	-৩.৭১	০.০০	০.০৯
মোট =	৮২৯৬.৮৬	৪০৩১.৩৬	৪২৬৫.৫০	১০০	১০০

২৮) সরকারি কোষাগারে জমা :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ মোট ৯,৬৪,২৫,৭৫৬.৫১ (নয় কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন টাকা একান্ন পয়সা) টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধ = ১,৪৫,০০,০০০.০০
আয়কর বাবদ পরিশোধ = ৮,১৯,২৫,৭৫৬.৫১
মোট = ৯,৬৪,২৫,৭৫৬.৫১

২৯) বিগত বছরসমূহের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে দেয়া হ'ল :

(লক্ষ টাকায়)

আয়				ব্যয়			
অর্থবছর	বাজেট	প্রকৃত	শতকরা হার	অর্থবছর	বাজেট	প্রকৃত	শতকরা হার
২০০৮-০৯	৩৫৩৪.২৫	২৬৭৪.১৯	৭৫.৬৬	২০০৮-০৯	৩৪৯৮.৩১	২৪৯৬.৪৬	৭১.৩৬
২০০৯-১০	৩৪০২.৭৪	৩৩৫১.৬৪	৯৮.৫০	২০০৯-১০	৩৩৭৫.৫৮	২৬২৯.২৩	৭৭.৮৯
২০১০-১১	৪৬৮৯.০০	৪১২০.০১	৮৭.৮৭	২০১০-১১	৪৩৫৫.৪২	৩২৩৮.১৬	৭৪.৩৫
২০১১-১২	৫০৩৬.০০	৪২০৮.৩৪	৮৩.৫৭	২০১১-১২	৪৮৭৮.০২	৩১৯৯.১৬	৬৫.৫৮
২০১২-১৩	৪৮৮১.০০	৪৭৭৮.৪২	৯৭.৯০	২০১২-১৩	৪৫১০.০০	৩৫৮১.৫৫	৭৯.৪১
২০১৩-১৪	৬৫৩৫.২৫	৬১৩০.৭৬	৯৩.৮১	২০১৩-১৪	৪৫৫৩.১৭	৫১০৬.১৪	১১২.১৪
২০১৪-১৫	৭১৪২.৯১	৭০৫১.৯৬	৯৮.৭৩	২০১৪-১৫	৪৮৩৭.০৮	৪৭৩৭.১৫	৯৭.৯৩
২০১৫-১৬	৭১৫১.০০	৮২৯৬.৮৬	১১৬.০২	২০১৫-১৬	৩৭৫৯.৩০	৫৬৭৮.৯৯	১৫১.০৭

৩০) হিসাব নিরীক্ষা :

২০১২-২০১৩ অর্থবছরের হিসাব প্রস্তুত ও নিরীক্ষা এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত অডিট ফার্ম কর্তৃক সম্পন্ন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অডিট কাজ সম্পাদন শেষে নিয়োজিত অডিট ফার্ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

৩১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা :

১। বেনাপোল স্থলবন্দরের ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২। ভোমরা স্থলবন্দরের ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩। তাছাড়া সোনামসজিদ, হিলি, আখাউড়া, নাকুগাঁও, বুড়িমারী স্থলবন্দরের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।